সংবাদ

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুটি মিলের কাগজ সরবরাহে গড়িমসি

বিনামূল্যে বিতরণের পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে বেকায়দায় সরকার

বিশ্বব্যাংকের অযাচিত শর্তও একটি অন্তরায়

রাকিব উদ্দিন

দুটি কাগজ মিল কাগজ সরবরাহে গড়িমসি করা এবং বিশ্বব্যাংকের অযাচিত শর্তের কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বিতরণের পাঠ্যপুস্তক ছাপার ব্যাপারে চরম বেকায়দায় পড়তে যাচ্ছে সরকার। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা খাতে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করছেন সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল।

পাঠ্যপুস্তক ছাপানোরে কাগজ সরবরাহের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দরপত্র ও পুনঃদরপত্রে অংশ নিয়ে বিনামূল্যে বই ছাপানোর প্রায় ছয় হাজার মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহের কাজ পায় 'টিকে গ্রুপ' এবং 'আল নূর পেপার মিল'। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা জামায়াত সমর্থক ব্যবসায়ীদের বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠান দুটি কোন কারণ না দেখিয়েই দীর্ঘ এক মাস সময় ক্ষেপণ করে হঠাৎ দরপত্র অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। বই ছাপানোর গুরুত্বপূর্ণ সময় ক্ষেপণ করে এখন কাগজ সরবরাহে অনিচ্ছা প্রকাশের ফলে সরকার বিনামূল্যে বই ছাপানো এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সময়মতো বিতরণের ব্যাপারে চরম বেকায়দা পড়তে যাচ্ছে। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতারণার দায়ে বিতর্কিত

বিনামূল্যে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিনামূল্যে : বিতরণের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। পাশাপাশি তাদের এক কোটি ১৯ লাখ টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি একদিকে সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে অন্যদিকে জামানত বাজেয়াপ্ত না করতে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তাতেও এনসিটিবি একশনে যাওয়া বিরত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠান দুটি এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের আর্থিক প্রলোভনও দেখায়।

এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংবাদকে জানান, দুই কাগজ মিলের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারের সফল উদ্যোগ নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে 'টিকে গ্রুপ এবং আল নূর পেপার মিল' কাগজ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে মনে করছে এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের 'টিকে গ্রুপ' উন্মুক্ত দরপত্রে অংশ নিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহের কাজ পায়। তাদের কাগজ সরবরাহের শেষ সময় ছিল গত ২৪ জুন। কিন্তু কার্যাদেশ দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে টিকে গ্রুপ কাগজ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে গত ২৫ জুলাই ওই পাঁচ হাজার মেট্রিক টন কাগজ ক্রয়ের জন্য পুনরায় দরপত্র (রি-টেন্ডার) আহ্বান করা হলে তাতে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এর মধ্যে 'আল নূর পেপার মিল' কাজ পেয়েও শেষ মুহূর্তে কাগজ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায়। এনসিটিবি বেকায়দায় পড়ে আল নূর পেপার মিলের ১৯ লাখ টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে। কালো তালিকাভুক্ত হওয়ায় 'টিকে গ্রুপ ও আল নূর পেপার মিল' আগামী পাঁচ বছর সরকারের কোন দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (টেক্সট) প্রফেসর ড. মিয়া এনামুল হক সিদ্দিক সংবাদকে জানান, 'টিকে গ্রুপের এক কোটি টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে পুরো অর্থ নগদায়ন করে এনসিটিবির কোষাগারে জমা করা হয়েছে। আমরা শুনেছি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণদাররা জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

তিনি বলেন, 'টিকে গ্রুপের মতো আল নূর পেপার মিলও একই কায়দায় আমাদের জটিলতায় ফেলে। এতে জামায়াতি এই প্রতিষ্ঠানের জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এদেরও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।'

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল সংবাদকে বলেন, 'টিকে গ্রুপ এবং আল নূর পেপার মিল 'কাগজ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় রি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এতে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। তাদের আজকে (গতকাল) কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।'

জানা গেছে, এই পাঁচ প্রতিষ্ঠান আগামী ৩ মাসের মধ্যে কাগজ সরবরাহ করবে। ফলে বিনামূল্যের সরকারি বই ছাপার কার্যক্রম প্রায় ২ মাস পিছিয়ে যাবে। এতে সময়মতো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে সরকারের ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের শর্তের কারণে ভেস্তে যাচ্ছে সফল উদ্যোগ : বিশ্বব্যাংকের কিছু অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে এবার আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই মুদ্রণের কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে। সংস্থাটির শর্তের কারণে আটকে গেছে আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ১০ কোটি ৮৭ লাখ কপি পাঠ্যবই মুদ্রণ কার্যক্রম। গতকাল নাগাদ বিশ্বব্যাংক বই মুদ্রণের কাজ অনুমোদন করেনি। এতে দরপত্র আহ্বান করেও কার্যাদেশ দিতে পারছে না এনসিটিবি।

জানা গেছে, ১০ বছর মেয়াদি চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের মোট খরচের ৯ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থ দেয় বিশ্বব্যাংক। এই হিসেবে এবার প্রথম কিস্তিতে বিশ্বব্যাংকের ৩৯ কোটি টাকা দেয়ার কথা এনসিটিবিকে। কিন্তু বইয়ের মান খারাপ হতে পারে এমন ঠুনকো অজুহাতে ৩৯ কোটি টাকা ছাড়ে গড়িমসি করছে বিশ্বব্যাংক।

এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, 'আসলে বইয়ের মান বড় বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো- আগামী বছর ১০ বছর মেয়াদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে, যা সরকার নবায়নের আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এ বিষয়টি টের পেয়েই নানাভাবে এ কাজে জটিলতা পাঁকাচ্ছে বিশ্বব্যাংক।'

কর্মকর্তারা আরও জানান, 'মাত্র সাড়ে নয় শতাংশ ঋণের টাকার জন্য প্রতি বছর বই মুদ্রণ নিয়ে সরকারকে পুরোপুরি বিশ্বব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, মানতে হয় নানা শর্ত।'

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল সংবাদকে বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের সম্মতি না পাওয়ায় যারা প্রাথমিকের বই ছাপার টেন্ডার (দরপত্র) পেয়েছে তাদের কার্যাদেশ দিতে পারছি না। এটা আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এনসিটিবি ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৩৫ কোটি কপি পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ করবে। সংস্থাটিকে এবার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপতে কাগজ কিনতে হচ্ছে প্রায় ১৯ হাজার মেট্রিক টন। কাগজ কিনতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত ৫ মে পাঠ্যবই মুদ্রণের কাগজ কেনার বিষয়টি অনুমোদন করে।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের মোট ৩৫ কোটি বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের প্রায় ২০ কোটি, প্রাথমিকের ১০ কোটি ৮৭ লাখ এবং প্রাক-প্রাথমিকের ৬৭ লাখ কপি বই। এনসিটিবি জানায়, প্রথম দরপত্র অনুযায়ী এবার বেসরকারিভাবে কেনা প্রতি টন কাগজের দাম পড়ছে প্রায় ৬৪ হাজার টাকা। আর দরপত্র ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) থেকে কেনা হবে তিন হাজার মেট্রিক টন কাগজ, যার দাম পড়বে টন প্রতি প্রায় ৯৮ হাজার।

এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, উন্মুক্ত দরপত্রে অংশ নিয়ে বিভিন্ন নামে মাধ্যমিক স্তরের সব বই মুদ্রণের প্রায় ১৬ হাজার মেট্রিক টন কাগজ সরবরাহের কাজ পায় 'টিকে গ্রুপ'। বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নামে টিকে গ্রুপ দরপত্রে অংশ নেয়ায় এনসিটিবি প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেনি। এক পর্যায়ে বিষয়টি প্রকাশ হলেও এনসিটিবির কিছুই করার ছিল না। এতে টিকে গ্রুপের পক্ষে তিন মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণ কাগজ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব হবে কী না তা নিয়ে শুরুতেই দুঃচিন্তায় ছিল এনসিটিবি।

বরাবরের মতো এবারও প্রাথমিক স্তরের সব বই ছাপা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দরপত্রে। অর্থাৎ দরদাতা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই কাগজ কিনে বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করবে। এনসিটিবি কেবল বই ও কাগজের গুণগত মান এবং সরবরাহ কার্যক্রম তদারকি করবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ২০১৫ সালে দেশের প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের চার কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ শিক্ষার্থীর হাতে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি চার রংয়ের নতুন বই তুলে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী শিক্ষাবর্ষে গড়ে মোট ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বেশি ধরে নিয়ে বই ছাপা হচ্ছে। এতে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট ৩৫ কোটি কপি পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে জানান পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। ২০১০ সাল থেকে সরকার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করে আসছে। ২০১০ সালের আগে দেশের ইতিহাসে কখনোই ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যের বই পায়নি, তেমনি বছরের প্রথম দিনও পাঠ্য বই হাতে পায়নি।

ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে মার্চ বা এপ্রিল পার হয়ে যেতো। এই সুযোগে পাঠ্যবই নিয়ে অসাধু সিন্ডিকেট চক্র অস্থির করে তুলতো সারাদেশের বইয়ের বাজার। এতে চড়া দামে নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য হতো অভিভাবকরা। এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো ২০১০ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের দুই কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষার্থীকে ১৯ কোটির অধিক বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু সরকারের এই বিশাল সাফল্যকে ব্যর্থ করতে একটি বিশেষ মহল এনসিটিবির গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে মাঝপথে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এতকিছুর পরও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃঢ় প্রচেষ্টায় নতুন বছরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যবই পায় বিনামূল্যে। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ২০১১ ও ২০১২ সালে বইয়ের সংখ্যা ২৩ কোটিতে উন্নীত হয়। পরের বছর প্রায় ২৭ কোটি। ২০১৩ সালে বিতরণ করা হয় সাড়ে ৩১ কোটি কপি পাঠ্য বই।